# wnRve I mvjv‡Z bvixi †cvkvK cwi”Q`

kvqLj Bmjvg Beb ZvBwgqv (in)

ইসলামী আইনশাস্ত্র বিশারদগণ সালাতে সতর ঢাকা অধ্যায়ে সালাতের সাজ-সজ্জা গ্রহণ সম্পর্কিত আলোচনা পেশ করেছেন। তাঁদের এক দলের মত যে সালাতের মধ্যে সতর ঢেকে রাখে সে যেন লোকচক্ষুর দৃষ্টি থেকে তা ঢেকে রাখে। সালাতে সতর ঢাকার ব্যাপারে তারা নিম্নোক্ত আয়াত দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।

আল্লাহর বাণী-

"তারা যেন যা সাধারণ প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে। তারা নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না (এখানে গোপন সৌন্দর্য উদ্দেশ্য) তবে স্বামীদের কাছে প্রদর্শন করতে পারবে।" (সূরা আন্ নূর -৩১)

ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ বলেন- নারী সালাতে, বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে। বাহ্যিক সৌন্দর্যের সংজ্ঞাদানে সাহাবায়ে কিরাম দুটি ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও তার অনুসারীদের মতে বাহ্যিক সৌন্দর্য হলো ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ। হযরত ইব্ন আব্বাস ও তাঁর অনুসারীদের মতে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের সৌন্দর্য যেমন- সুরমা ও আংটি।

উল্লেখিত মতদ্বয়ের ভিত্তিতে ফকীহ্গণ গায়র মুহরিম নারীর চেহারার দিকে নজর দেওয়ার ব্যাপারে মত পার্থক্য করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ) এর এক বর্ণনা অনুসারে যৌন লালসা ছাড়া নারীর চেহারা ও হস্তদ্বয়ের দিকে স্বাভাবিক দৃষ্টি দেওয়া বৈধ।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ:) এর মতে কুনজর ছাড়া নারীর চেহারা ও হস্তদ্বয়ের দিকে স্বাভাবিক দৃষ্টি দেওয়াও জায়েয নয়। তিনি বলেন- নখ থেকে শুরু করে নারীর সবকিছু পর্দার অন্তর্ভূক্ত। আর এটাই ইমাম মালিকের মত।

এ কথা সত্য যে, আল্লাহ তা'য়ালা সৌন্দর্যকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। স্বামী ও মুহরিম পুরুষ ছাড়া অন্যদের সামনে বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ করাকে জায়েয করেছেন। আর আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশ কেবল স্বামী ও মুহরিম পুরুষদের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন।

হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে নারীরা বড় চাদর পরিধান না করে চলাফেরা করত। পুরুষেরা তাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় দেখতে পেত। সে সময় চেহারা ও হস্থদ্বয় প্রদর্শন জায়েয থাকার কারণে উক্ত অঙ্গদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া বৈধ ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হিজাবের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন-

হে নবী আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিন নারীগণকে বলুন তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর চাপিয়ে দেয়। (আল আহযাব-৫৯)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নারীগণ পুরুষদের থেকে পর্দা করে চলাফেরা করতে শুরু করেন।

নবী করিম (সা) এর সাথে যায়নাব বিনত জাহাশ (রা)এর বিবাহের সময় তিনি গৃহের অভ্যন্তরে পর্দা ঝুলিয়ে দেন এবং হযরত আনাস (রা) কে ভিতরের দিকে দৃষ্টি দিতে নিষেধ করেন। খাইবার বিজয়ের পর তিনি সাফিয়াহ

বিনত হোয়াই'কে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। লোকেরা বলাবলি করল, উম্মুল মুমিনীন হওয়ার সম্মানে তাঁর ওপর পর্দার বিধান আরোপিত হয়েছে। নচেৎ তিনি দাসী থেকে যেতেন। আর দাসীর তো পর্দার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ তায়ালা নারীদেরকে পর্দার আড়াল থেকে কিছু চাওয়া কিংবা জিজ্ঞাসা করার আদেশ দানের পর রাসূল (সা) স্বীয় স্ত্রী কন্যা ও মুমীন নারীদেরকে চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, জিলবাব হলো বড় চাদর এর সাধারণ নাম ইযার, এমন বড় চাদর যার দ্বারা মাথাসহ সমস্ত শরীর ঢাকা যায়।

হযরত 'উবাইদা (রা) ও অন্যরা বর্ণনা করেন, নারী চাদর দ্বারা মাথার উপর দিয়ে শরীরকে এমনভাবে ঢেকে দিবে যে চক্ষুদ্বয় ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। নিকাব বা মুখাবরণ এ জাতীয় পোশাক। তাই নারীরা নিকাব বা মুখাবরণ পরিধান করবে।

মুহরিম নারী নিকাব বা মুখাবরণ ও হাত মোজা পরিধান করবে না। (সহীহ আল-বুখারী)

নারীদেরকে যাতে চেনা না যায় এ কারণে তাদেরকে বড় চাদর পরিধান করতে বলা হয়েছে। নিকাব দ্বারা মুখমন্ডল ঢেকে রাখায় নারীকে চেনা যায় না। সে সময় চেহারা ও হস্তদ্বয় বাহ্যিক সৌন্দর্যের অংশ হওয়ার কারণেই নারীকে তা অপরিচিত (গায়র মুহরিম) পুরুষের সামনে প্রকাশ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই সঙ্গত কারণেই অপরিচিত পুরুষের জন্য নারীর বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়া অন্য কিছুর দিকে দৃষ্টি দেওয়া বৈধ নয়। উল্লেখিত মত দু'টির প্রথমটি ইব্‌ন আব্বাস ও দ্বিতীয়টি ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

"স্ত্রীলোক ও অধিকারভুক্ত দাসী" এই আয়াতাংশ প্রমাণ করে যে, দাসী তার মালিকদের সামনে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে দু'টি মত রয়েছে

১। সাঈদ ইব্‌ন- মসাইয়্যার ও ইমাম আহমদ (রহ) এর মতে "অধিকারভুক্ত" এ আয়াতাংশ দ্বারা দাসী কিংবা কিতাবী দাসী উদ্দেশ্য।

২। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মতে ক্রীতদাস উদ্দেশ্য, ইমাম শাফেয়ীও এমত পোষণ করেছেন। এটি ইমাম আহমদ (রহ) এর আরেকটি মত। এ মতের ভিত্তিতে দাসের জন্যে তার মুনীবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া বৈধ।

এ সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে-কেবল প্রয়োজনের তাগিদে ইসলামী শরী'আত এ দৃষ্টি দেওয়াকে বৈধ করেছে। কারণ তিনি (মুনীব) সাক্ষী, শ্রমিক ও সম্বোধিত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে স্বীয় দাস কে সম্বোধন করার ব্যাপারে অধিক মুখাপেক্ষী।

যখন এ সকল লোকদের দৃষ্টি দেওয়াকে বৈধ করা হয়েছে তখন সর্ব সম্মতভাবে তার (মুনিবা) প্রতি দাসের দৃষ্টি দেওয়া বৈধ। এ কথার দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে সে মুহরিম হয়ে গেছে, সে তার সাথে সফর করতে পারবে। কারণ তাদের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি দেওয়াকে বৈধ করা হয়েছে।

যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া বৈধ তার সাথে সফর কিংবা নির্জনে বাস করা বৈধ, বিষয়টি কিন্তু এমন নয়, বরং দাস প্রয়োজনের তাগিদেই তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে থাকে। রাসূল (সা) নারীর মুসাফির অবস্থায় সফর সঙ্গী হওয়ার

ব্যাপারে যে ক'জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন, দাস তাদের মধ্যে পড়ে না। রাসূল (সা) বলেছেন- নারী তার স্বামী কিংবা মুহরিম ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে সাথে নিয়ে সফর করবে না, এর কারণ হলো দাস দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার পর তার সাবেক মুনীবকে বিবাহ করতে পারবে। যেভাবে এক বোনকে তালাক দেওয়ার পর অপর বোনকে বিবাহ করা জায়েয।

চিরদিনের জন্য যার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ তাকে মুহরিম বলা হয়। একারণে হযরত ইবন উমার (রাঃ) বলেছেন, স্বীয় দাসের সাথে কোন নারীর সফর করা ধ্বংসের শামিল।

সৌন্দর্য প্রকাশের আয়াতটি মুহরিম, গায়র মুহরিম সকলের ক্ষেত্রে শিথিল যোগ্য। আর সফরের হাদিসটি কেবল মুহরিমদের সাথে সম্পৃক্ত। আর আয়াতটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, স্ত্রীলোক বা অধিকারভুক্ত দাস-দাসী এরং হাবাগোবা যৌন কামনামুক্ত পুরুষ (সূরা নূর: ৩১) এদের সাথে নারী সফর করবে না।

আল্লাহর বাণী 'তাদের নারীগণ' এর মধ্যস্থিত নারীদের সম্পর্কে ফকীহগণ বলেন, এখানে মুশরিক নারীদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ মুশরিক নারী একজন মুসলিম নারীর সমকক্ষ হতে পারে না, এবং মুসলিম নারীদের সাথে গোসল খানায় প্রবেশ করতে পারে না।

কখনো কখনো ইহুদী নারীরা নবীপত্নী হযরত আয়েশা (রা) ও অন্যান্য মুসলিম নারীদের কাছে আসত। তাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় দেখত (যা পুরুষের জন্য দেখা জায়েয নয়) জবাব হলো জিম্মী নারীরা বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখতে পারে। আর আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য দেখা বা অবগত হওয়ার অধিকার তাদের নেই। অবস্থা ভেদে বাহ্যিক ও গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করা জায়েয। আর এ কারণেই তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সামনে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশ করতেন। বিশেষত স্বামীর কাছে এমন সৌন্দর্য প্রকাশ করতেন যা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সামনে প্রকাশ করা যায় না। আল্লাহর বাণী-

"তারা যেন মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে"। নারী তার গ্রীবা ঢেকে রাখবে। এটা বাহ্যিক নয় বরং গ্রীবা ও তার মধ্যে (হার ইত্যাদি) যা পরিধান করা হয় এসব আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা উক্ত বাণী সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

এ অধ্যায় পুরুষ থেকে নারী ও পুরুষ থেকে পুরুষ এবং নারী থেকে নারীর বিশেষ পর্দার বিধান আলোচনা করা হবে। রাসূল (সা) বলেছেন: পুরুষ অন্য পুরুষের লজ্জাস্থান, নারী অন্য নারীর লজ্জাস্থানের দিকে নজর দিবে না। রাসূল (সা) বলেছেন- তুমি তোমার স্ত্রী ও অধীনস্থ দাসী ছাড়া অন্য ক্ষেত্র থেকে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে। তাঁকে (সা) বলা হয়, হে আল্লাহর রাসূল ! লোকেরা তো একে অপরের সাথে মিলে মিশে বাস করে, এর সমাধান কি ? রাসূল (সা) বললেন, যদি কেউ কারো লজ্জাস্থান দেখতে না পায়, তবে তা অন্যকে দেখানো যাবে না। বলা হলো, আমাদের কেউ যদি উলঙ্গ থাকে ? রাসূল (সা) বললেন আল্লাহ তায়ালাকে তার অধিক লজ্জা করা উচিত। এক কাপড়ের নীচে এক পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে এবং এক নারী অন্য নারীর সাথে শোয়ার ব্যাপারে রাসূল (সা) নিষেধ করেছেন।

তিনি সন্তানদের সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা তাদেরকে সাত বছর বয়সে সালাতের আদেশ কর, দশ বছর বয়সে নামাযে না গেলে প্রহার কর এবং তাদের শয্যা আলাদা করে দাও।

অশ্লীলতা ও কদর্যতার কারণে রাসুল (সা) একই লিঙ্গের অর্থাৎ পুরুষ অন্য পুরুষের লজ্জাস্থান এবং নারী অন্য নারীর লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া কিংবা স্পর্শ করাকে হারাম করেছেন। আর নারী পুরুষের দিকে কিংবা পুরুষ নারীর লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত

বৈবাহিক মিলন কামনার কারণে হয়ে থাকে। যা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

নামাযের অভ্যন্তরের বিষয়টি হলো তৃতীয় প্রকারের। নারী যদি একাকী নামায পড়ে তখন তাকে ওড়না পরতে বলা হয়েছে। নামাযের বাইরে নিজ গৃহে মাথা খোলা রাখা তার জন্য বৈধ। নামাযের মধ্যে সাজগোজ করা সেটা আল্লাহর অধিকার। আর এ কারণে রাতের বেলা সম্পূর্ণ একাকী হলেও উলঙ্গ অবস্থায় কেউ যেমন কা'বার তাওয়াফ করতে পারবে না, তেমনি রাতের অন্ধকারে একাকী উলঙ্গ হয়ে নামাযও পড়তে পারবে না। এ থেকে জানা গেল যে, সালাতের সাজ-সজ্জা গ্রহণ মানুষের থেকে পর্দা করার জন্য হয় না। বরং এটা এক দৃষ্টিকোণ আর ওটা আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে হয়েছে।

তাই সালাতে মুসল্লীদের জন্য যা ঢেকে রাখা আবশ্যক, সালাতের বাইরে তা প্রকাশ করা বৈধ। আবার সালাতে অবস্থা-ভেদে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোলা রাখাও হয়, যা মানুষের সামনে প্রকাশ করা জায়েয নয়।

প্রথম কথার দৃষ্টান্ত হলো দুই কাধে রাসূল (সা) পুরুষদেরকে এমন এক কাপড় পরে সালাতে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন, যা দ্বারা শরীরের নিম্নাংশ ঢাকতে গেলে স্কন্ধদ্বয় প্রকাশ হয়ে যায়। এ নিষেধ সালাতের সম্মানের কারণেই করেছেন। কিন্তু সালাতের বাহিরে পুরুষের জন্য স্কন্ধদ্বয় প্রদর্শন জায়েয।

অনুরূপভাবে স্বাধীনা নারী সালাতে ওড়না পরিধান করবে। রাসূল (সা) বলেছেন- যে প্রাপ্ত বয়স্কা নারী সালাতে ওড়না পরিধান করে না আল্লাহ তার সালাত কবুল করেন না। অথচ স্বামী ও মুহরিম ব্যক্তিদের সামনে ওড়না পরিধান না করার ব্যাপারে শরীআত কর্তৃক কোন বিধি নিষেধ আসেনি। বরং শরী'আত এ সকল লোকের সামনে তার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশ করাকে জায়েয করে দিয়েছেন। সালাতের মধ্যে এ সকল ব্যক্তি কিংবা অন্য কারো সামনে নারীর জন্য তার মাথা উন্মোচন করা জায়েয নেই। তবে সালাত অবস্থায় মুখমন্ডল, হস্তদ্বয় এবং পদযুগল প্রকাশ করতে পারবে। এ অঙ্গগুলো অপরিচিত কারো সামনে প্রকাশ করা যাবেনা। এটাই বিশুদ্ধ মত। তাদের সামনে শুধু বাহ্যিক পোষাক-পরিচ্ছদ প্রকাশ করা যাবে।

উল্লেখিত অঙ্গগুলি সালাতে ঢাকার বিষয়টি মুসলমানদের ঐকমত্যের ভিত্তিতেও ওয়াজিব হবে না। বরং সর্বসম্মতভাবে সালাতে নারীর মুখমন্ডল খোলা রাখা জায়েয। যদিও তা আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের অংশ।

অনুরূপভাবে জমহুর ওলামায়ে কেরামের (অধিকাংশ ওলামায়ে কিরাম) মতে সালাতে নারীর হস্তদ্বয় প্রকাশ করা জায়েয। এমনকি ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে নারী তার হাত-পাও প্রকাশ করতে পারবে। এটাই শক্তিশালী মত। কারণ হযরত আয়েশা (রা) এটাকে বাহ্যিক সৌন্দর্য বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি "তারা যেন যা সাধারণ প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন (আলফাতখু) অর্থাৎ দু'পায়ের আঙ্গুল সমূহে পরিহিত রৌপ্যের আংটি।

এ কথার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, নারীরা প্রথম অবস্থায় হাত ও মুখমণ্ডলের ন্যায় পদযুগল প্রকাশ করত। তারা আঁচল ঝুলিয়ে দিত। কারণ হাঁটার সময় কখনো কখনো তাদের পা প্রকাশ পেত। তারা মোজা ও জুতা

পরিধান করে হাঁটতনা। সালাতে তা ঢেকে রাখা একটা বড় সমস্যা। হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, পদযুগলের উপরি ভাগ ঢেকে যায় এমন দীর্ঘ এক কাপড়ে নারী সালাত আদায় করার সময় যখন সে সিজদায় যায় তখন পায়ের আভ্যন্তরীণ অংশ প্রকাশ হয়ে পড়ে।

মোদ্দাকথা হলো- কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হলো নারী সালাতের মধ্যে জিলবাব বা বড় চাদর পরিধান না করলে ক্ষতি নেই। সে কেবল তা ঘরের বাহিরে পরিধান করবে। আর গৃহে সালাতের অবস্থায় যদিও তার চেহারা হস্তদ্বয় ও পদযুগল খোলা থাকে তাতে সমস্যা নেই। যেমন হিজাবের আয়াত নাযিলের পূর্বে তারা করত। সালাতের মধ্যস্থিত পর্দা আর চোখের পর্দা কোন অবস্থাতেই এক হুকুমের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) বাহ্যিক সৌন্দর্য বলতে পোশাক-পরিচ্ছদকে বুঝিয়েছেন। নখ থেকে শুরু করে প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নারীর জন্য সালাতে রত অবস্থায় পর্দার কথা বলেননি। এটি ইমাম আহমাদ (রহ) এর উক্তি। ফকিহগণ এ বিষয়টিকে সতর ঢাকা অধ্যায় নামে নামকরণ করেছেন। এটা না রাসূলের বাণী, না কুরআনের কোথাও এ কথা উল্লেখ আছে যে মুসল্লী সালাতের অবস্থায় যা ঢেকে রাখবে তা পর্দার শামিল। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা প্রত্যেক সালাতে সাজ সজ্জা গ্রহণ কর। (আল-আ'রাফ-৩১)

নবী (সা) উলঙ্গ হয়ে কাবায় তাওয়াফ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং সালাতে এ নিষেধাজ্ঞা আরো বেশি যুক্তিসঙ্গত। এক কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের কি দু' কাপড় নেই ? এক কাপড়ের ব্যাপারে তিনি বলেন, যদি কাপড় বড় ও প্রশস্ত হয় তবে তা দ্বারা নিজের শরীর আচ্ছাদিত করবে। আর ছোট হলে সেটাকে ইজার বা লুঙ্গি বানিয়ে পরিধান করবে। তিনি (সা) এমন একখণ্ড কাপড় পরে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন যার দ্বারা স্কন্ধ ঢাকা যায় না। সালাতে লজ্জাস্থান উরু ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখতে হবে, রাসূল (সা) এর উপরিউক্তি বাণী তারই প্রমাণ বহন করে।

ইমাম আহমাদ (রহ) এর এক কাওলের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, সতর হলো নারী পুরুষের লজ্জাস্থান। পুরুষের উরুর দিকে তার দৃষ্টি দেয়া জায়েয হওয়ার কারণে তা সতরের আওতাভুক্ত নয়। তবে সালাত ও তাওয়াফরত অবস্থা ছাড়া। উরু সতরের আওতাভূক্ত হউক আর না হউক, কোন অবস্থাই সালাতে পুরুষের জন্য তা প্রকাশ করা এবং নগ্ন শরীরে তাওয়াফ করা জায়েয নেই। বরং প্রয়োজনে এক কাপড়কে লুঙ্গি বানিয়ে সালাত আদায় করবে। কাপড় বড় হলে তা দ্বারা সারা শরীর ঢেকে সালাত আদায় করবে। গৃহে একাকী সালাত আদায় করার সময়ও সতর ঢাকা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে একাত্মতা জ্ঞাপন করেছেন।

পুরুষের ইজার বা লুঙ্গি পরিধান করার সামর্থ্য থাকলে উরুদ্বয় নগ্ন অবস্থায় সালাত আদায় করা জায়েয হবে না। এ বিষয়ে মত পার্থক্য করা উচিত হবে না। যারা এতে মতানৈক্য করেছেন তারা ভুলের মধ্যে রয়েছেন। ইমাম আহমাদ (রহ) ও অন্যান্য ইমামদের কেউ এ অবস্থায় সালাত আদায় জায়েয হওয়ার কথা বলেননি। কারণ তিনি নিজেই যখন স্কন্ধদ্বয় ঢাকার নির্দেশ দিয়েছেন তখন উরু নগ্ন রাখার অনুমতি দিতে পারেন কিভাবে ? তাই কোন মুসল্লীর উরুদ্বয় নগ্ন রেখে সালাত আদায় জায়েয হবে না।

পুরুষের একাকী অবস্থায় লজ্জাস্থান ঢাকা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে সালাতরত অবস্থায় পোশাক পরিধান করতে এতে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। পোশাক পরার সামর্থ থাকার পরও নগ্ন শরীরে সালাত আদায় জায়েয না হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর এ কারণেই ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ইমামগণ উলঙ্গ ব্যক্তিদের সালাত বসা অবস্থায় আদায় করা জায়েয বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাদের সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে ইমাম মাঝ বরাবর থাকবে। সালাতের সম্মানার্থেই তাদের এ সতর ঢাকা। দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তাদের দিকে অন্যরা দৃষ্টি দিবে সে কারণে নয়। হযরত বাহায ইবনে হাকীম তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা) যখন আমাদের কেউ নগ্ন থাকে ? তিনি বললেন ঃ মানুষের উচিত আল্লাহকে অধিক লজ্জা করা। [] এ হলো সালাতের বাইরের অবস্থা। তাই সালাত রত অবস্থায় অধিক লজ্জাশীল ও মহা পবিত্র সত্তা রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালালের সাথে চুপিসারে কথা বলার জন্যে সাজ ও সজ্জা গ্রহণ করতে হবে। হযরত ইব্‌ন উমার তার গোলাম নাফে (রহ) কে নগ্ন দেহে সালাত আদায় করতে দেখে বললেন ঃ তুমি যে অবস্থায় সালাতে দণ্ডায়মান হলে, এ অবস্থায় কি মানুষের সামনে বের হওয়ার ইচ্ছা করতে ? জবাবে তিনি না বললেন। ইব্‌ন উমার বললেন অন্য কারো চাইতে আল্লাহ তায়ালা-ই অধিক হকদার যে তুমি তার সামনে সালাতে সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়ে দাঁড়াবে।

সহীহ হাদিসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) কে বলা হলো ঃ কারো পোশাক পরিচ্ছদ ও জুতা সুন্দর থাকুক, কোন ব্যক্তির কি এরূপ কামনা করা ঠিক হবে ? রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন।

একইভাবে রাসূল (সা) মুসল্লীদেরকে সুগন্ধি ব্যবহার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দেন। রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা গৃহগুলোকে মসজিদ বানাও অর্থাৎ গৃহে নফল সালাত আদায় কর ও গৃহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ এবং সুগন্ধি ব্যবহার কর। সালাতের এ গুরুত্বের কারণেই পুরুষ অন্য পুরুষ থেকে, নারী অন্য নারী থেকে সতর ঢাকা অন্য সময় অপেক্ষা সালাতে সতর ঢাকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

নারীকে সালাতে ওড়না পরিধান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নারীর চেহারা, হাত-পা অপরিচিত (গায়র মুহরিম) ব্যক্তিদের সামনে প্রদর্শনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কিন্তু মুহরিম ব্যক্তিবর্গ এবং নারীর সামনে নারীর সৌন্দর্য প্রকাশের ব্যাপারে শরী'য়াত কর্তৃক কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা আসেনি। জ্ঞাতব্য যে পুরুষের সামনে অন্য পুরুষ এবং নারীর সামনে অন্য নারীর লজ্জাস্থান প্রদর্শনের নিষেধাজ্ঞা অশ্লীলতা ও লজ্জাস্থান প্রকাশের কার্যতার কারণে নয়। বরং এ অপকর্ম অশ্লীলতার পটভূমি হওয়ার কারণেই নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন "এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র।" পর্দা সম্পর্কিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, এটা তোমাদের ও তাদের (নারী) অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্র। তাই এরূপ অপকর্ম মৌলিকভাবে বিনাস সাধনের জন্যেই নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সালাতের ভিতরে কিংবা বাহিরে অন্য কোথাও পুরোপুরি সতরের কারণে নয়।

হস্তদ্বয়, মুখমণ্ডলের ন্যায় সিজদা করার কারণে সালাতে নারীর হস্তদ্বয় ভালভাবে ঢেকে রাখার ব্যাপারে নির্দেশ এসেছে। নবী করীম (সা) এর জামানায় মহিলারা গাউন পরিধান করত। গাউন পরেই কাজকর্ম করত। গম, ভুট্টা, যব ইত্যাদি চুর্ণ করা ও ময়দার খামির করা এবং রুটি বানানোর সময় তাদের হাত দেখা যেত। সালাতে হস্তদ্বয় ঢাকা ওয়াজীব হলে রাসূল (সা) অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন এবং তাঁর পরবর্তীতে ইসলামী আইন বিশারদগণও এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিতেন। রাসূল (সা) শুধু গাউনের সাথে ওড়না পরার নির্দেশ দেন। তাই তারা গাউন ও

ওড়না পরে সালাত আদায় করত। পায়ের দিকে কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে রাসূল (সা) বললেন, এক বিঘত। নারীরা বললেন, যদি পায়ের নলা দেখা যায় ? রাসূল (সা) বললেন- তাহলে এক হাত, তার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আরবের বিখ্যাত কবি উমার বিন আবু রাবীআ'র কবিতার চরণটি উল্লেখযোগ্যঃ যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে। "যুদ্ধ আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। আর আঁচল ঝুলিয়ে চলা সুন্দরী নারীর উপর ফরজ করা হয়েছে"।

গৃহের বাহিরে যাওয়ার সময় নারীরা আঁচল ঝুলিয়ে বের হতো। একারণে ময়লাস্থানের উপর দিয়ে কাপড় ঝুলিয়ে চলাফেরা কারী নারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে রাসূল (সা) বলেন, ময়লার পরবর্তী স্থান এটাকে পবিত্র করে দিবে। আর গৃহের অভ্যন্তরে নারীরা কাপড় ঝুলিয়ে পরত না। অনুরূপভাবে গৃহের বাহিরে কোথাও গেলে পায়ের নলা ঢাকতে তারা মোজা পরিধান করত। কিন্তু গৃহের অভ্যন্তরে পরত না। একারণেই তারা বলেছিল যদি তাদের পায়ের নলা দেখা যায় ? যেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পায়ের নলা ঢাকা। কারণ হাটার সময় কাপড় টাকনুর উপরে থাকলে পায়ের নলা দেখা যায়।

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, নারীর গৃহের বাহিরে বের হওয়ার উপযুক্ত পোশাক না থাকলে সে গৃহেই অবস্থান করবে।

মুসলিম নারীরা গৃহের অভ্যন্তরের সালাত আদায় করতেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসা থেকে নিষেধ করো না। তবে ঘর তাদের জন্য উত্তম। সালাতে নারীদেরকে গাউনের সাথে শুধু ওড়না পরিধান করতে বলা হয়েছে। হাত-পা ও হাতের তালু কিংবা অন্য কোন অঙ্গ ঢাকার ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। চাই তা মোজা বা জাওরাব কিংবা অন্য কিছু দিয়ে হউক। তাই বুঝা যায় যে, নারী সালাতে অপরিচিত ব্যক্তির (গায়র মুহরিম) অনুপস্থিতিতে এসব অঙ্গ ঢেকে রাখা আবশ্যক নয়।

বর্ণিত আছে যে, ফিরিস্তাগণ আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি দেয় না। নারী ওড়না কিংবা গাউন খুলে ফেললে ফিরিশতা সেদিকে তাকায় না। হযরত খাজিদা (রা) থেকে এব্যাপারে হাদিস বর্ণিত আছে। সালাতের ক্ষেত্রে নারী এ গাউন ও ওড়না পরিধানের ব্যাপারে আদিষ্ট। যেভাবে পুরুষ সালাত আদায়ে এমন এক কাপড় পরিধান করার ব্যাপারে আদিষ্ট, যাতে তার লজ্জাস্থান ও স্কন্ধদ্বয় সহ সারা শরীর ঢাকা যায়।

পুরুষের ক্ষেত্রে দু'স্কন্ধ ঢাকা, নারীর ক্ষেত্রে মাথা ঢাকার ন্যায়। কারণ সে শার্ট বা শার্টের মত অন্যকিছু পরিধান করে সালাত আদায় করে। অথচ ইহরাম অবস্থায় তার শরীরে কামিজ/শার্ট কিংবা জুব্বা পরিধান করে না। যেভাবে নারী এ অবস্থায় নিকাব কিংবা হাতের মোজা পরিধান করে না।

হাম্বলী ও অন্যান্য মাজহাবে নারীমুখমণ্ডলের ব্যাপারে দুটি বক্তব্য রয়েছে ঃ

ক) নারীর মুখমন্ডল হুকুমের দিক থেকে পুরুষের মাথার ন্যায় ঢাকা যাবে না।

খ) তাঁর মুখমন্ডল পুরুষের হস্তদ্বয়ের মত। তাই নিকাব, বোরখা, কিংবা এ জাতীয় অন্য কিছু দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে না। এটাই বিশুদ্ধ মতামত। কারণ রাসূল (সা) হাতমোজা ও নিকাব পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন।

"নারীরা মাথার উপর দিয়ে মুখমণ্ডের উপর কাপড়ের আঁচল টেনে দিত"। এর দ্বারা তারা পুরুষদের থেকে পর্দা করত কিন্তু তাদের মুখমণ্ডল খোলা থাকত। এ থেকে জানা গেল যে, নারীর মুখমণ্ডল শরয়ী হুকুমের দৃষ্টিকোণ

থেকে পুরুষের হস্তদ্বয় ও তাদের (নারীদের) নিজেদের হস্তদ্বয়ের অনুরূপ। তা একারণে যে, নারীর সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্দা যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তাই তার মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ঢেকে রাখা আবশ্যক। তবে অঙ্গ অনুপাতে যে অতিরিক্ত পোশাক পরিধান করা হয় তা ব্যতীত। আল্লাহ এ বিষয়ে অধিক ভালো জানেন।

সুরা আন-নূরের আলোকে শায়খ ইবন তাইমিয়া এ বিষয়ে যে উত্তর দিয়েছেন এবং মাসয়ালা উদ্ভাবন করেছেন তার কতিপয় নিম্নরূপ ঃ নারী নিজেকে হেফাজত করবে, যেমনটা পুরুষের বেলায় আবশ্যক নয়। আর এ কারণেই পর্দাকে নারীর সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তার সাথে সাথে সৌন্দর্যের প্রকাশ ও অবাধ চলাফেরা পরিহার করতে বলা হয়েছে।

শরীরকে পোশাক দ্বারা ঢেকে রাখা এবং স্বাভাবিকভাবে গৃহে অবস্থান করা নারীর দায়িত্ব। নারীর খোলামেলা চলাফেরার কারণে ফিতনা বা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাদের পরিচালক হলো পুরুষ জাতি। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

হে রাসূল (সা) আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চক্ষুদ্বয়কে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র --- হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ তায়ালার কাছে তওবা কর। তোমরা অবশ্যই সফলকাম হবে। ( সূরা নূর - ৩০-৩১)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম নারী-পুরুষ সকলকে তাঁর কাছে তওবা করার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে চক্ষুদ্বয়কে অবনমিত এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজতের নির্দেশ দান করেছেন।

নারীদেরকে বিশেষভাবে পর্দার আদেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে তারা স্বীয় সৌন্দর্যকে কেবল তাদের স্বামী এবং আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কারো সামনে প্রকাশ করবে না। আর বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে যা কিছু প্রকাশ করা হবে তাতে কোন অপরাধ নেই। এ ব্যাপারে অন্য কোন নিষেধাজ্ঞা না আসার কারণে তা প্রকাশ করতে কোন অসুবিধা নেই। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) উক্ত মত প্রকাশ করেছেন। এটি ইমাম আহমাদ (রহ) এর প্রসিদ্ধ মাজহাব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় বাহ্যিক সৌন্দর্যের আওতাভুক্ত। এটি ইমাম আহমাদ (রহ) এর দ্বিতীয় মত। ইমাম শাফেয়ী (রহ) সহ অন্যান্য ইমামগণ এ মতের অনুসারী।

আল্লাহতা'য়ালা নারীদেরকে তাদের দেহাবয়বের উপর চাদর ঝুলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশের হিকমত হলো ঃ চাদর ঝুলিয়ে দিলে তাদেরকে কেউ চিনতে পারে না এবং কেউ কষ্টও দিতে পারে না। একথা উপরে প্রদত্ত প্রথম মতের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ। হযরত "উবাইদা আল-সালমানী বলেন ঃ মুসলিম নারীরা মাথার উপর দিয়ে তাদের শরীরের উপর চাদর এমনভাবে ঝুলিয়ে দিত যে পথ চলার রাস্তা দেখার জন্য চোখ ছাড়া অন্য কিছু দেখা যেত না।

সহীহ আল-বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, মুহরিম নারীকে হাতমোজা ও নিকাব পরিধান করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। একথা প্রমাণ করে যে, হাত মোজা ও নিকাব কেবল গায়র মুহরিম নারীরা-ই পরিধান করত। যার কারণে তাদের মুখমণ্ডল ও হাতের পর্দা করতে হতো।

আল্লাহতা'য়ালা নারীদেরকে এমনভাবে পথ চলতে নিষেধ করেছেন, যাতে পথ চলার আওয়াজে কিংবা অন্য কোন মাধ্যমে তাদের গোপন সৌন্দর্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। আল্লাহ বলেন ঃ তাঁরা যেন নিজেদের গোপন সাজ-স্বজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। তারা যেন নিজেদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে। (সুরা আন-নুর)

উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলিম নারীরা ওড়না পরতে শুরু করেন। তারা ওড়নাকে দু'ভাগে ভাঁজ করে গলার দু'দিকে ঝুলিয়ে দেন। তারপর নারীদেরকে ঘর থেকে বাহিরে যাওয়ার সময় বড় চাদর পরিধান করার আদেশ দেওয়া হয়। ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থানকালে এরূপ বড় চাদর পরিধান করার ব্যাপারে শরয়ী কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) হযরত সাফিয়্যাহ (রা) কে নিজ গৃহে তুলে আনার পর সাহাবীগণ বললেন ঃ যদি তাঁর উপর পর্দা ফরজ করা হয় তবে উম্মুল মু'মনীন হওয়ার সম্মানার্থে করা হবে। আর না করা হলে তিনি মালিকানাধীন দাসী হিসেবে থাকবেন। অতঃপর তাঁর উপর পর্দা ফরজ করা হয়।

নারীর মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় যাতে দেখা না যায়, একারণেই পর্দার বিধান ফরজ করা হয়েছে।

পর্দা স্বাধীনা বালেগ নারীর উপর ফরজ। দাসীর উপর ফরজ নয়। রাসূল (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জমানায় এ রীতি ও নীতিই জারি ছিল। স্বাধীনা নারীরা পর্দা করত আর দাসীরা পর্দা না করে চলাফেরা করত। একজন দাসীকে ওড়না পরা অবস্থায় দেখে হযরত উমার (রা) প্রহার করেন এবং বলেন ঃ আরে গাধী! তুই কি স্বাধীনা নারীদের অনুরূপ হতে চাস ? তাই দাসীর মাথা, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় উন্মুক্ত থাকবে।

আল্লাহ বলেন ঃ বৃদ্ধ নারী যারা বিবাহের আসা রাখে না যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে, তবে তাদের জন্যে দোষ নেই, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম । ( সূরা আন-নুর-৬০)

তাই যে সকল বৃদ্ধ নারী বিবাহের আশা রাখে না তাদের বস্ত্র খুলে রাখার ব্যাপারে শিথিলতা আরোপ করা হয়েছে। তারা নিজেদের উপর বড় চাদর পরিয়ে দিবে না এবং পর্দাও করবে না। তাদের থেকে ফিতনার আশংকা দূরীভূত হওয়ার কারণে তারা স্বাধীনা নারী থেকে ব্যতিক্রম, যা তাদের ভিন্ন অন্য নারীদের মাঝে বিদ্যমান। অনুরূপভাবে হাবাগোবা ব্যক্তিদের সামনেও সৌন্দর্য প্রকাশ এর ব্যতিক্রম।

তবে মুসলমানগণ তাদের থেকে ফিতনার আশংকা করলে তাদের বড় চাদর পরিধান ও পর্দা করা আবশ্যক। তার সাথে সাথে তাদের থেকে চোখকে অবনমিত করতে হবে।

দাসদাসীর দিকে দৃষ্টিদানের বৈধতা, তাদের পর্দা না করা এবং তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর কোথাও উল্লেখ নেই। তবে কুরআনে স্বাধীনা নারীর ব্যাপারে যে নির্দেশ এসেছে দাসীর ক্ষেত্রে তা আসেনি। আর হাদিসে রাসূল (সা) স্বাধীনা নারী ও তাদের মাঝে কিছু কাজের মাধ্যমে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। তবে সাধারণভাবে তাদের ও স্বাধীনা নারীদের মাঝে পার্থক্য করা হয়নি। মুসলিম পুরুষদের থেকে দাসীরা নয় বরং স্বাধীনা নারীরা পর্দা করবে, এটা ছিল তাদের রীতি ও নীতি অভ্যাস।

আল-কুরআন বৃদ্ধ স্বাধীনা নারীদেরকে এ হুকুম থেকে বাদ দিয়েছে। তাই তাদের উপর পর্দার বিধান আবশ্যক করেনি। তার পাশাপাশি হাবাগোবা নির্বোধ ব্যক্তিদেরকে এ হুকুম থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এদের ও তাদের মধ্যে যৌন কামনার অনুপস্থিতির কারণে তাদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশের ব্যাপারে শরয়ী কোন বিধি-নিষেধ নেই। এ দু'শ্রেণীর লোকদের হুকুম থেকে এমন কতক দাসীকে বাদ দেয়া শ্রেয়, যাদের পর্দা না করা এবং সৌন্দর্য প্রকাশের কারণে ফেতনার প্রবল আশংকা রয়েছে। অনুরূপভাবে নারীদের স্বামীদের সন্তান ও সন্তানতুল্য যাদের মধ্যে যৌন কামনা ও প্রেমানুভূতি রয়েছে, তাদের সামনেও গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করা জায়েয হবে না। হযরত উমার (রা) দাসীর ব্যাপারে যা বলেছেন তা তৎসময়ের রীতিনীতি ও অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে বলেছেন। আর যখন কোন কিছু তার স্বভাব ও রীতি নীতি থেকে বের হয়ে যায় তখন তা তার মতাদর্শ নিয়ে বের হয়ে যায়। দাসীর খোলামেলা চলাফেরা ও তার দিকে দৃষ্টি দেয়ার কারণে ফিতনার উদ্রেক হলে তার অবাধ চলাফেরা ও তার দিকে দৃষ্টি দেয়া নিষিদ্ধ।

এমনিভাবে যদি কোন পুরুষ অন্য পুরুষের দিকে কিংবা কোন নারী অন্য নারীর দিকে দৃষ্টি দিলে ফিতনার আশংকা দেখা দেয় তবে তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া আবশ্যক। সুদর্শন বালক ও সুন্দরী দাসীর দিকে দৃষ্টি দিলে ফিতনার আশংকা থাকলে তাদের ব্যাপারেও পূর্বের ন্যায় একই হুকুম বর্তাবে।

ইমাম-আল মারুজী আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ) কে বললেন ঃ কোন মনিব তার গোলামের দিকে তাকালে কি কোন অপরাধ হবে ? ইব্‌ন হাম্বল বললেনঃ ফিতনার আশংকা দেখা দিলে তার দিকে তাকানো যাবে না। এমন অনেক দৃষ্টি আছে যা দৃষ্টিপাতকারীর হৃদয়ে ফিতনার উদ্রেক করে।

ইমাম আল মারুজী পুনরায় ইব্‌ন হাম্বলকে বললেন ঃ এক ব্যক্তি তওবা করে বললো পিঠে চাবুক মেরে আমাকে কেউ অপরাধে বাধ্য করতে চাইলেও আমি অপরাধে লিপ্ত হব না। তবে আমি অন্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারব না। ইব্‌ন হাম্বল বললেন ঃ এটা কোন ধরনের তওবা? হযরত জারীর (রা) বলেনঃ আমি রাসূল (সা) কে আকস্মিক দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার দৃষ্টিকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিবে।

হযরত ইবন আবু দুনিয়া বলেন ঃ আমার বাবা ও সুওয়াইদ, ইব্রাহিম ইবন হিরাছাহ থেকে, তিনি উসমান ইব্‌ন সালিহ থেকে, তিনি হাসান ইব্‌ন যাকওয়ান থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন ঃ তোমরা বিত্তবানদের বালক সন্তানদের সাথে উঠাবসা করিও না। কারণ তাদের চেহারা নারীদের চেহারা সদৃশ। তারা কুমারী মেয়ের থেকেও অধিক ভয়ানক। এই যুক্তি-প্রমাণ ও হুশিয়ারী সংকেত ক্রমান্বয়ে নীচু শ্রেণী থেকে উঁচু শ্রেণীর মানুষের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তারপর বলেন ঃ নারী অন্য নারী থেকে এবং একইভাবে নারী তার মুহরিম ব্যক্তিদের থেকে যেমন ঃ তার স্বামীর পুত্র সন্তান, নিজের ছেলে, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে এবং তার অধিনস্ত দাস থেকে পর্দা করবে, যখন তাদের থেকে তার কিংবা তার থেকে তাদের ফিতনার আশংকা দেখা দেয়। এ অবস্থায় পরস্পর পরস্পর থেকে পর্দা করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তায়ালা এসকল অবস্থায় ফিতনার সম্ভাবনা থাকার কারণে পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন ঃ এটা (পর্দা করা) তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। কাদাচিৎ এটা ছাড়াও পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জিত হতে পারে। তবে এটা অতিপবিত্র।

অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ও খোলামেলা চলাফেরার কারণে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতায় বিঘ্নতা ঘটে। নারীর খোলামেলা চলাফেরার কারণে অন্তরের মধ্যে কামনা বাসনা জাগ্রত হয়। অন্যদিকে দৃষ্টিপাতে রয়েছে জৈবিক স্বাদ। তাই অন্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে পর্দার বিধান মেনে নেয়া আবশ্যকীয়ভাবে উত্তম কাজ। ইমাম মুসলিম (রহ) ছাড়া অন্যান্য হাদিসবিশারদদের থেকে বর্ণিত, নবী (সা) নারী সুলভ পুরুষ এবং পুরুষের ন্যায় আচরণকারী নারীকে অভিসম্পাত দিয়েছেন। রাসূল (সা) বলেন ঃ তাদেরকে তোমাদের গৃহ থেকে বের করে দাও এবং অমুক অমুককে বের করে দাও। অর্থাৎ নারী স্বভাবের পুরুষদেরকে। কারো মতে, রাসূল (সা) এর জমানায় বাঈম, হাইত এবং সতি নামক তিন শ্রেণীর মুখান্নাস ছিল। তবে তাদের প্রতি মারাত্মক অশ্লীলতার অপবাদ দেয়া হয়নি। তাদেরকে কয়েকটি কারণে নারীসুলভ পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গরূপে ব্যবহার করা হয়।

প্রথমতঃ তারা নারী কণ্ঠী। তাদের কথা নারীর কথার ন্যায় কোমল।

দ্বিতীয়তঃ নারীর ন্যায় তারা হাতে পায়ে রঙ লাগায়।

তৃতীয়ত ঃ তাদের স্তন নারীর স্তনের ন্যায়।

হযরত ইয়াসার আল কোরাশী আবু হাশিমের বরাত দিয়ে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন হাতে পায়ে মেহেদী রং মাখা এক মুখান্নাসকে রাসূল (সা) এর দরবারে আনা হলো। তিনি বললেন, এই লোকটির কি হয়েছে ? বলা হলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! সে তো নারী সদৃশ। তারপর রাসূল (সা) তাকে নাকী নামক স্থানে নির্বাসনের নির্দেশ দেন। বলা হলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করব ? রাসূল (সা) বললেন ঃ আমি মুসল্লীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছি।

রাসূল (সা) এমন সব লোকদেরকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এই প্রকৃতির লোকেরা পুরুষদেরকে তাদের সাথে যৌন সম্ভোগের অনুমতি দেয়। তারা তাদের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে এবং তাদের সাথে মারাত্মক অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে। তাই মুসলিম সমাজ থেকে এসকল লোকদের বের করে দেওয়া এবং তাদেরকে নির্বাসিত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্যই মুখান্নাস ক্ষতিকর। তারা নারী-পুরুষের মাঝে গোলযোগ সৃষ্টি করে। কারণ তারা দেখতে নারী আকৃতির। নারীরা তাদের সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করে তার থেকে অনেক কিছু শিখে। এই নারী বেশী পুরুষরা নারীদের চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। অন্যদিকে পুরুষদের তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে তারা নারীদের থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে। এ সকল মুখান্নাসরা কোন নারীকে দেখলে পুরুষ সেজে বসে। কারণ তাদের চেহারার সাথে পুরুষদের চেহারার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এভাবে তারা দু'শ্রেণীর লোকদের সাথে উঠা-বসা, চলাফেরা ও মেলামেশা করে এবং নারী-পুরুষ উভয়ের সাথে যৌন মিলনের কামনা করে।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা চোখকে অবনমিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। দৃষ্টি দু'ধরনের ঃ লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি দেয়া থেকে চোখকে হেফাজত করা। দ্বিতীয়ত ঃ কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তির স্থানসমূহ থেকে দৃষ্টি অবনমিত রাখা।

প্রথম অবস্থাঃ কোন ব্যক্তির দৃষ্টিকে অপর ব্যক্তির লজ্জাস্থানের দিকে দেওয়া থেকে অবনমিত রাখা। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেনঃ পুরুষ অন্য পুরুষ কিংবা নারী অন্য নারীর লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি দিবে না।

লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা ফরজ। রাসূল (সা) মুয়াবিয়া ইবন হাইদাহ (রা) কে বলেন ঃ "তুমি তোমার স্ত্রী ও তোমার অধিনস্ত দাসী ছাড়া অন্যদের থেকে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে। বললাম ঃ যখন আমাদের কেউ তার সম্প্রদায়ের লোকজনের সাথে থাকে? তিনি (সা) বললেন ঃ যদি কেউ কারো লজ্জাস্থান দেখতে না পায় তবে তা কাউকে দেখানো যাবে না।

আমি বললাম ঃ যখন আমাদের কেহ নগ্ন থাকে ? রাসূল (সা) বললেন, মানুষের চাইতে তার উচিত আল্লাহকে অধিক লজ্জা করা।" প্রয়োজনে লজ্জাস্থান প্রকাশ করা জায়েয। মলমূত্র ত্যাগের সময় যেমনটা করা হয়। আর এ কারণে যখন কেউ একাকী গোসল করবে এবং শরীর ঢাকার মতো কাপড়-চোপড় থাকবে, তারপরও সে ইচ্ছা করলে নগ্ন হয়ে গোসল করতে পারবে। যেভাবে মুসা ও আইয়ুব (রা) উলঙ্গ হয়ে গোসল করেছিলেন। অনুরূপভাবে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা) এর গোসল এবং হযরত মাইমুনা (রা) এর হাদিসে বর্ণিত রাসূল (সা) এর গোসল।

আর দ্বিতীয় প্রকারের নজর যেমন-গায়র মুহরিম নারীর গোপন সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিপাত। এতে রয়েছে প্রথমটির থেকেও মারাত্মক অপরাধ। যেভাবে মদ্যপান করা, মৃতুপ্রাণী, রক্ত এবং শুকরের মাংস খাওয়া থেকে মারাত্মক। আর একারণে মদ পানকারীর জন্য শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে।

উল্লেখিত হারাম বস্তুসমূহ কেউ হালাল মনে করে ভক্ষণ করলে তার জন্য শরীয়তে তা'মীর বা নিবর্তন মূলক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। কারণ মানুষের প্রবৃত্তি যেভাবে মদ পান করতে চায় সেভাবে উক্ত বস্তুগুলোর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না। তেমনি ভাবে নারীর দিকে যেভাবে দৃষ্টিপাত করতে চায় সেভাবে পুরুষের সতরের দিকে করতে চায় না। উল্লেখ্য শ্মশ্রুবিহীন পুরুষের দিকে যৌনতার দৃষ্টিতে তাকানো এরই অন্তর্গত।

আলিমগণ উক্ত কাজ হারাম হবার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। যেমন তারা একমত হয়েছেন দূর সম্পর্কের ও মুহরিম নারীর দিকে যৌনতার দৃষ্টিতে তাকানো হারাম হবার ব্যাপারে। তারা বলেছেন, এ ধরনের দৃষ্টি কয়েক প্রকারঃ

একঃ যৌনতার দৃষ্টি যা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম

দুইঃ যেখানে যৌনতার কোন রকম সম্ভাবনা নেই। যেমন আল্লাহ ভীরু ব্যক্তির তার সুদর্শন পুত্র কন্যা ও সুন্দরী মায়ের দিকে তাকানো। একমাত্র জঘন্য প্রকৃতির পাপাচারী ছাড়া এক্ষেত্রে যৌনতা থাকতে পারে না। যদি যৌনতার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তাকানো হারাম হবে।

তবে এমন অনেক লোক রয়েছেন যারা শ্মশ্রুবিহীন পুরুষের দিকে নজর দিলে হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয় না। তাদের মধ্যে রয়েছেন সাহাবায়ে কেরাম। অনুরূপভাবে ঐ সকল লোক যারা এ কুকর্ম সম্পর্কে অবগত নয়। কারণ এই সকল ব্যক্তির কেউই তার ছেলে ও পাড়া-পড়শীর ছেলে কিংবা অপরিচিত বালকের দিকে তার দৃষ্টি দেয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার তারতম্য করে না। তার হৃদয়ে সামান্যতম খারাপ কামনা -বাসনা জাগ্রত হয় না। কারণ সে এতে অভ্যস্ত নয়। এ দিক থেকে সে স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে দাসীরা মাথা উন্মুক্ত রেখে পথ চলত এবং স্বচ্ছ হৃদয় নিয়েই পুরুষদের সেবা-যত্নে রত থাকত। তুর্কী সুন্দরী দাসীরা যদি বর্তমান যুগে পূর্ববর্তী যুগের দাসীদের ন্যায় পুরুষদের মাঝে রাস্তায় চলাফেরা করত, তবে নিশ্চিতভাবে তাতে ফিতনার সৃষ্টি হত।

অনুরূপভাবে শ্মশ্রুহীন সুদর্শন পুরুষেরা প্রয়োজন ছাড়া এমন স্থান বা অলি-গলি দিয়ে চলাফেরা করবে না যাতে তাদের কারণে ফিতনার আশংকা দেখা দেয়। তাই শ্মশ্রুহীন সুদর্শন পুরুষ খোলামেলা চলাফেরা, অপরিচিত বা গায়র মুহরিমের সাথে গোসল খানায়

অবস্থান, পুরুষদের সাথে নাচের আসরে উপবেশন এবং এমন সব কাজে জড়িয়ে পড়বে না, যাতে সে মানুষের জন্য ফিতনা হয়ে দাড়ায়।

এই হারাম বস্তুগুলোকে হালাল মনে করে ভক্ষণ করলে তার উপর শরয়ী শাস্তি আরোপিত হবে। মদের ন্যায় এই বস্তুগুলো ভক্ষণ মানুষের কামনা-বাসনা জাগ্রত হয় না। একইভাবে পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে কামুক দৃষ্টি নারীর এবং শ্মশ্রুহীন সুদর্শন পুরুষের দিকে কামুকদৃষ্টি দেওয়া থেকে মারাত্মক নয়।

আলেমগণের সর্বসম্মতক্রমে এসকল কার্মকাণ্ড হারাম। গায়র মুহরিম নারীর দিকে কামুক দৃষ্টির পাশাপাশি মুহরিম নারীর দিকে কামুক দৃষ্টিপাতকেও হারাম সাব্যস্ত করেছেন। তবে তারা শ্মশ্রুহীন সুদর্শন পুরুষের দিকে দৃষ্টিদানের ব্যাপারে তিন ধরনের শরয়ী বিধানের কথা উল্লেখ করেছেনঃ

প্রথমতঃ কামনা-বাসনার সাথে তার দিকে দৃষ্টি দেয়া সর্বসম্মতক্রমে হারাম।

দ্বিতীয়তঃ এমন দৃষ্টি যা নিশ্চিতভাবে কোন কামনা-বাসনাকে জাগ্রত করে না। যেমন-সুদর্শন ছেলে-মেয়ে ও মায়ের প্রতি আল্লাহভীরু ব্যক্তির দৃষ্টিপাত। এ ধরণের দৃষ্টিতে কোন প্রকার কামনা-বাসনাকে জাগ্রত করে না, যদি না দৃষ্টিদাতা অত্যধিক পাপী না হয়। তবে এরূপ দৃষ্টির ক্ষেত্রে কামনা-বাসনা সৃষ্টি হলে তাও হারাম হয়ে যাবে।

দৃষ্টিপাত বিষয়ক তৃতীয় প্রকার সম্পর্কে আলেমদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। আর তা হলো, কু-প্রবৃত্তি বা কামনা-বাসনা ব্যতীত তার দিকে নজর দেওয়া। যদি দৃষ্টিপাতের মধ্যে (জৈবিক) উত্তেজনার সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, তবে সে ব্যাপারে হাম্বলী মাজহাবে দুটি বক্তব্য রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত, যা ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য ইমামদের থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো ঃ এরূপ দৃষ্টি দেওয়া জায়েয নেই। আর দ্বিতীয় বক্তব্য হলোঃ এরূপ অবস্থায় দৃষ্টি দেওয়া জায়েয। কারণ মৌলিকভাবে এ দৃষ্টিদানের মাধ্যমে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না। তাই সন্দেহের দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয় না। তবে কখনো কখনো এরূপ দৃষ্টি নিন্দনীয় হতে পারে।

অনুরূপভাবে প্রয়োজন ছাড়া অপরিচিত বা গায়র মুহরিম ব্যক্তির দিকে তাকানো জায়েয নেই। এটি শাফেরী ও হাম্বলী মাজহাবের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত। যদিও তাতে কামনা-বাসনা অনুপস্থিত। তবে কু-প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে গায়র মুহরিম বা অপরিচিত ব্যক্তির সাথে নির্জন বাসকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। কারণ এটা ফিতনার স্থান। মোদ্দাকথা হলো যা ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাই নাজায়েয। ফিতনার পথ অবলম্বনের মধ্যে যদি কোন গ্রহণযোগ্য কল্যাণ না থাকে তবে তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ওয়াজিব।

এই কারণে যেই দৃষ্টি মানুষকে ফিতনার দিকে ধাবিত করে সেটাকেও হারাম করা হয়েছে। তবে বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে তা জায়েয। যেমন-বিয়ের প্রস্তাবকারী কর্তৃক প্রস্তাবকারিনী ও ডাক্তার কর্তৃক রোগীদের দিকে

দৃষ্টিপাত, প্রয়োজনের তাগিদেই তাদের  নজর দেওয়া শরীয়াত সম্মত। তবে কামনা-বাসনা ব্যতীত। ফিতনার সৃষ্টি হয় এমন স্থানের দিকে প্রয়োজন ছাড়া তাকানো জায়েয নেই।

মানুষ আবশ্যকীয়ভাবে চোখ খুলে রাখে এবং তা দ্বারা দৃষ্টি দেয়। কখনো কখনো মানুষ আকস্মিক ভাবে উদ্দেশ্য ছাড়া এমন কিছুর দিকে দৃষ্টি দেয় যার থেকে দৃষ্টিকে স্বাভাবিকভাবে অবনমিত করা যায় না। এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদেরকে দৃষ্টি অবনমিত রাখার

আদেশ দেন। এমনিভাবে হযরত লোকমান তদ্বীয় পুত্রকে কণ্ঠস্বর নিচু করার আদেশ দিয়েছিলেন।

আর আল্লাহর বাণী "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে তাদের কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে (আল-হুজুরাত-৩), উক্ত আয়াতে রাসূল (সা) এর সামনে কণ্ঠস্বর নিচু করার কারণে স্বাভাবিক ভাবে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। তারা এরূপ করার ব্যাপারে আদিষ্টও ছিল। কারণ তাঁর সামনে কণ্ঠস্বর উচু করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। রাসূল (সা) এর সামনে কণ্ঠস্বর নিচু করে কথা বলাটা ছিল বিশেষ ধরণের অবনমিতকরণ, যা প্রশংসার দাবী রাখে। স্বাভাবিকভাবে মানুষ সব সময় কণ্ঠস্বরকে নিচু করে কথা বলতে পারে। যদিও তারা এ বিষয়ে আদিষ্ট নয়। বরং কিছু স্থানে কণ্ঠস্বরকে উঁচু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ কারণে তিনি বলেছেন, "তোমার কণ্ঠস্বরকে নিচু কর" (লুকমান-১৯)।

হৃদয়ের মধ্যে যা প্রবেশ করে আর যা বের হয়ে আসে তার সমন্বয়কারী হলো দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বর। শ্রবণের মাধ্যমে তা হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং ধ্বনির মাধ্যমে যেখান থেকে বের হয়ে আসে। উক্ত অঙ্গ দুটির কথা মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর মধ্যে একসাথে তুলে ধরা হয়েছে। আমি কি তার জন্য দুটি চোখ, জিহবা, এবং দুটি ঠোঁট তৈরি করিনি। (আল-বালাদ ৮,৯)। চোখ ও দৃষ্টির মাধ্যমে হৃদয় যাবতীয় বস্তুর পরিচয় লাভ করে। জিহবা ও ধ্বনি হৃদয়ে গচ্ছিত সবকিছু বের করে নিয়ে আসে। দৃষ্টি হলো হৃদয়ের পরিচালক, তার সংবাদবাহক ও গোয়েন্দা। অন্যদিকে কণ্ঠস্বর হলো হৃদয়ের ভাষ্যকার।

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ এটা (পর্দা বিধান) তোমাদের জন্য অতি পবিত্র (সূরা আন নূর-৩০)। আপনি তাদের থেকে জাকাত গ্রহণ করতঃ তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন (সূরা আত তাওবা-১০৩)। আল্লাহ কেবল  চাচ্ছেন তোমরা আহলে বাইতের থেকে পংকিলতাকে দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তমরূপে পবিত্র করতে (সূরা আল-আহযাব-৩৩)। অনুমতি প্রার্থনা সংক্রান্ত আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ যদি তোমাদেরকে (পুরুষদেরকে)  ফিরে যেতে বলা হয় তবে ফিরে যাও। এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতম কাজ (সূরা-আন নূর-২৮)। অতঃপর পর্দার আড়াল থেকে তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর। এটা তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিক পবিত্র (সূরা আল আহযাব-৫৩)। তোমরা রাসূলের সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে তাঁকে সাদকা প্রদান কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও অধিক পবিত্র।  (সূরা আল মুযাদালা-১২)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ ! তুমি আমার হৃদয় থেকে যাবতীয় পাপ পানি, বরফ ও ঠাণ্ডা দ্বারা পবিত্র করে দাও। তিনি (সা) জানাযার দো'আয় বলেছেনঃ তুমি তাকে পানি বরফ এবং ঠান্ডা দ্বারা গোসল দিয়ে দাও এবং তাকে পাপরাশি  থেকে পরিশুদ্ধ কর। যেভাবে সাদা কাপড়কে ধুলা-ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়।

অতএব তাহারাত হলো যাবতীয় পাপ-পংকিলতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা। অন্যদিকে যাকাত একাধিক অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। যথাঃ তাহারাত, যার মানে হলো পাপ না থাকা। সৎ কার্যাদি সম্পাদন অর্থে-বৃদ্ধি যেমনঃ ক্ষমা, রহমত ও শাস্তি থেকে মুক্তি, প্রতিদান প্রাপ্তির মাধ্যমে সফলকাম এবং কল্যাণকর কার্য সম্পাদন ও অকল্যাণকর কার্য পরিহার।

আর আকস্মিক দৃষ্টির অপরাধ ক্ষমাযোগ্য, যখন দৃষ্টিপাতকারী দৃষ্টিকে তাৎক্ষণিকভাবে ফিরিয়ে নিবে। হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) কে আকস্মিক দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিবে। আবুদাউদ শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) হযরত আলী (রা) কে বলেছেন ঃ হে আলী! তুমি একবার দৃষ্টি দেওয়ার পর পুনরায় দৃষ্টি দিবে না। শুধু প্রথমবার দৃষ্টি দিতে পারবে। দ্বিতীয় বার দৃষ্টি দেওয়ার অধিকার তোমার নাই। মুসনাদে ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত আছে ঃ নজর দেওয়া হলো শয়তানের বিষাক্ত তীরসমূহের একটি তীর। উক্ত গ্রন্থে আরো বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কোন নারীর সৌন্দর্যের দিকে তাকানোর পরপরই চোখকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিবে, আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরে ইবাদাতের স্বাদ পয়দা করে দিবেন। উক্ত স্বাদ সে কিয়ামত পর্যন্ত আস্বাদন করবে।

একারণে বলা হয় ঃ নিষিদ্ধ দৃশ্যবালী থেকে চোখকে অবনমিত রাখলে, যেমন নারী ও শ্মশ্রুবিহীন সুদর্শন পুরুষের দিকে নজর দেওয়া থেকে দৃষ্টিকে অবনমিত রাখলে তিন প্রকারের অতি মার্যাদাপূর্ণ ফায়দা পাওয়া যায়। সেগুলো হলো ঃ

প্রথমত ঃ ঈমানের সুখ-স্বাদ আস্বাদন করা। যা আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামতের মধ্যে অধিক সুস্বাদু ও পূত-পবিত্র। যে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কিছু বর্জন করে আল্লাহ তাকে অতি উত্তম বিনিময় দ্বারা তার প্রতিদান দেন।

দ্বিতীয় উপকারিতা ঃ নিষিদ্ধ দৃশ্যাবলী থেকে চোখকে অবনমিতকারী আত্মিক নূর ও অর্ন্তদৃষ্টির আলোর অধিকারী হয়। আল্লাহপাক কাওমে লুত সম্পর্কে বলেন ঃ

আপনার জীবনের শপথ! নিশ্চয়ই তারা তাদের নেশাগস্ততার মধ্যে অস্থির হয়ে বিচরণ করছে (আল-হিজর)। ছবি সংশ্লিষ্ট যা কিছু আছে তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, দৃষ্টিকে করে অন্ধ এবং আত্মাকে করে নেশাগ্রস্ত। শুধু তাই নয়, এমনকি পাগল বানিয়ে ছাড়ে। আল্লাহ তায়ালা চক্ষু অবনমিত সংক্রান্ত আয়াতের পরে নূরের আয়াতটি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ "আল্লাহ আকাশসমূহ ও জমীনের জ্যোতি (সূরা আল- নূর)। হযরত শাহ শুযা আল কারমানী নামক জনৈক ব্যক্তি ছিলেন, যার অর্ন্তদৃষ্টি ভুল করত না। তিনি বলতেন ঃ- যার বাহ্যিক কাজ-কর্ম সুন্নতের অনুসরণ এবং আভ্যন্তরীণ কার্যাবলী সার্বক্ষণিক মুরাকাবা-মুশাহাদার মাধ্যমে পুর্ণতা লাভ করেছে। যে চোখকে অবনমিত রেখেছে ও নিজেকে কু-প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিরত রেখেছে এবং হালাল খাবার ভক্ষণ করেছে (লেখকের প্রবল ধারণা মতে এটি পঞ্চম) তার অর্ন্তদৃষ্টিতে ভুল হয় না।

আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে তার কাজের ধরণ অনুযায়ী প্রতিদান দেন। তার দৃষ্টিকে করেন জ্যোতির্ময়। তার সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কাশ্‌ফের দ্বারকে উন্মুক্ত করে দেন। এছাড়া আরো অনেক কিছু যা তিনি অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে অর্জন করতে পারেন।

তৃতীয় উপকারিতাঃ

আত্মিক শক্তি, দৃঢ়তা ও সাহসিকতা অর্জন। আল্লাহ'তায়ালা তার মধ্যে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের যোগ্যতা প্রদানের সাথে সাথে দৃষ্টি ক্ষমতা ও দান করেন। কারণ যে ব্যক্তি তার নফসের বিপরীত কাজ করে শয়তান তার ছায়া থেকে বেরিয়ে পড়ে। এ কারণে কু-প্রবৃত্তির অনুসারীরা আত্মিক লাঞ্চনা, অপমান ও দুর্বলতায় ভোগে। আল্লাহ তা'য়ালা তার অবাধ্য ব্যক্তিদেরকে এরূপ অবস্থায় ফেলে দেন।

আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাকে সম্মানিত এবং অবাধ্য বান্দাকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করেন। আল্লাহ বলেন ঃ তারা বলে আমরা শহরে ফিরে গেলে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গরা অপদস্থ নিচু ব্যক্তিদেরকে যেখান থেকে করে দিবে। অথচ মান-সম্মান ইজ্জত কেবল আল্লাহ, তার রাসুল ও মু'মিনদের জন্যে (সুরা-মুনাফিকুন)"। তিনি আরো বলেন ঃ তোমরা দুর্বল ও চিন্তিত হয়ে পড়োনা। মু'মিন হয়ে থাকলে তোমরাই শ্রেষ্ঠ ( সূরা আলে ইমরান)

তাই বিজ্ঞজনেরা বলে থাকেন ঃ মানুষ রাজা বাদশাদের দারস্থ হয়ে মান-সম্মান-ইজ্জত অন্বেষণ করে। তবে তারা এ সম্মান কেবল আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের মধ্যেই খুজে পায়।

হযরত হাসান আল-বাসরী বলতেনঃ তাদেরকে গাধাগুলো ঠকঠক আওয়াজে এবং সুঠামধারী অশ্বগুলো দ্রুতবহন করে নিয়ে চলে। তা সত্ত্বে তাদের স্কন্ধে বয়ে যায় জিল্লতীর বোঝা। আল্লাহর আবাধ্যকারীকে তিনি অপমাণিত-অপদস্থ করেন। আর আনুগত্যকারীকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন।

দোয়ায় কুনুতে বলা হয়েছে: "নিশ্চয়ই তুমি যাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর তাকে লাঞ্চিত অপদস্থ কর না, আর যাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত কর তাকে সম্মানিত কর না। আর যে পাপীরা দৃষ্টিকে অবনমিত এবং স্বীয় লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে না, আল্লাহ তাদেরকে নেশাগ্রস্থ, অজ্ঞ-জাহেল, বে-আকল, পথহারা, ঘৃণিত ও হতবুদ্ধি এবং অন্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাথে সাথে তাদেরকে দুস্কর্মা, ফাসেক , সীমালঙ্ঘনকারী, অপচয়কারী, অনিষ্টকারী, নির্লজ্জ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং অপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তিনি কাওমে লুত সম্পর্কে বলেন ঃ বরং তারা অজ্ঞ সম্প্রদায় (নমল-৫৫)। তিনি এদেরকে অজ্ঞতার বদগুণে বিশেষায়িত করে বলেন, আপনার জীবনের শপথ! নিশ্চয়ই তারা তাদের নেশাগ্রস্থতার মাঝে অস্থির হয়ে বিচরণ করছে। (আল-হিজর-৭২)।

তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কি পথ প্রদর্শনকারী কেউ নেই ? (সূরা হুদ -৭৬)। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি তাদের চক্ষুসমূহকে মুছে দিয়েছি (সুরা ইয়াসিন-৬৬)। তিনি বলেন, বরং তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় (ইয়াসীন-১৯)। তিনি বলেন, অতঃপর পাপীষ্ঠদের পরিণতি কি হয়েছিল আপনি তা লক্ষ্য করুন (আরাফ-৮৪)। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই তারা ছিল অনিষ্টকারী পাপী সম্প্রদায় (আম্বিয়া-৭৬)। তিনি বলেন, তোমরা কি জৈবিক কামনা-বাসনা চরিতার্থে পুরুষদের নিকট গমন করছ, (শরীআ'ত সম্মত) পথকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করছ এবং তোমাদের ঘৃণ্য আহবানে সাড়া দিয়েছ।

তুমি আমাকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের উপর বিজয় দান কর--তারা যে পাপাচার করত (আন-কাবুত ২৯-৩৪)। আল্লাহ বলেন, তোমাদের রবের নিকট সীমালংঘণকারীরা চিহ্নিত (আল যারিয়াত-৩৪)

শুধু এখানেই শেষ নয়। অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং পুরুষের সাথে পুরুষের মেলামেশা কখনো কখনো মানুষকে শিরকের দিকে ধাবিত করে। আল্লাহ বলেন, মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করে, তারা এদেরকে আল্লাহর ন্যায় ভালবাসে। (আল-বাকারা-১৬৫)

তাই বিভিন্ন অশ্লীল ছবি-দৃশ্যাবলীর প্রতি আসক্তি কেবল আল্লাহ প্রেম ও ঈমানের দুর্বলতার কারণেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে আজীজ মিসরের মুশরিকা স্ত্রী, মুশরিক লুত সম্প্রদায় এবং দৃঢ় সংকল্প প্রেমিক (যে তার মা'শুকের গোলাম, তার অনুগত এবং যার বাহুবন্ধনে তার হৃদয়বন্দী) সম্পর্কে এ কথা উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বজ্ঞ। দরুদ ও সালাম নবী মুহাম্মদ (সা) এর উপর।